গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

এবং

নির্বাহী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শরীয়তপুর জেলা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০২৩ - ৩০ জুন ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-৮
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৩-১৪
সংযোজনী ৫:ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৫
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬-১৭
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭-১৮
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৯-২০

কর্মসম্পাদনেরসার্বিকচিত্র
(Overview of the Performance)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শরীয়তপুর জেলার কার্যক্রম ১৯৯৩ সালের জুন মাস থেকে শুরু হয়। পুর্বে শরীয়তপুর জেলা মহকুমা থাকাকালীন ফরিদপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী দ্বারা নিয়ন্ত্রীত হতো। শরীয়তপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্যানিটেশনের উন্নয়ন সাধনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, শরীয়তপুর জেলায় জনগনকে সেবা প্রদান করে চলেছে। শরীয়তপুর জেলার ৬টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্যানিটেশনের উন্নয়ন কল্পে বর্তমানে এ দপ্তর কাজ করে চলেছে। তাছাড়া প্রায় প্রতি বছরই বন্যাকালীনসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মুহূর্তে প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দুর্গতদের দুর্দশা লাঘবে এই দপ্তর নিয়োজিত আছে। বিগত ৩ বছরে শরীয়তপুর পল্লী ও পৌর এলাকার প্রায়১০০০০ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস ও ১৩টি উৎপাদক নলকুপ স্থাপন, ১৮টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও ৫ টি পাবলিক টয়লেট নির্মান করা হয়েছে। এছাড়াও ১২ কিমি পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো চাহিদার তুলনায় প্রকল্পের স্বল্পতা, আর্সেনিক ও লবনাক্ততা সমস্যা বিদ্যামান। এছাড়াও পৌরসভা সমুহে পাইপ লাইন এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চলমান আছে। স্থায়ীত্বশীল স্যানিটেশন প্রযুক্তির অভাবে বন্য দুর্গোত এলাকার স্যানিটেশনের সমস্যা প্রকট ধারন করে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রতি৫০ জনেরজন্যএকটিপানিরউৎসস্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থপানিরযথাযথব্যবহারএবংসংরক্ষন,পুকুরখননেরমাধ্যমেভূ-পৃষ্ঠেরপানিব্যবহারবৃদ্ধিকরণ, দেশেরপ্রতিটিইউনিয়নে পাইপডওয়াটারসাপ্লাইসিস্টেমস্থাপন।স্বাস্থ্যসম্মতউন্নতমানেরল্যাট্রিনেরকভারেজবৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদসুপেয়পানিসরবরাহেরকভারেজশতভাগেউন্নীতকরণ।

২০২৩-২০২৪অর্থবছরের সম্ভাব্যপ্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন-৩০০০টি
- পল্লী এলাকায় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন- ৫টি
- পাইপলাইনস্থাপন–১৬কিঃমিঃ
- পাম্প হাউজ নির্মান-৪টি
- উচ্চজলাধার নির্মান-৫টি (৫০ শতাংশ)
- পানির গুণগতমাননিশ্চিতকল্পেপানিরনমুনাসংগ্রহওপরীক্ষা–৩০০০টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেরূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,শরীয়তপুর জেলা, শরীয়তপুর

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩সালেরজুন মাসের ২৫তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিস্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: